নাট্যকার শম্ভু মিত্র

- জীবৎকাল- ২২ আগস্ট, ১৯১৫ – ১৯ মে, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
- ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমঞ্চে যোগদান।
- ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন ‘বহুরূপী’ নাট্য সংস্থা।
- ১৯৩৯-১৯৭১ এই সময় পর্বে বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাটকে মঞ্চস্থ করেন।
- কন্যা শাঁওলি মিত্রের নাট্য সংস্থা ‘পঞ্চম বৈদিক’ এর সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন।
- ১৯৭৬ সালে তিনি নাটক ও সাহিত্যে ম্যাগসাই পুরস্কার ও পদ্মভূষণ পুরস্কার পান।
- জন্ম কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল।
- পিতা- শরৎকুমার বসু, মাতা- শতদলবাসিনী।
- ১৯৪৫ সালে তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়।
- ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করেন।
- যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট প্রদান করেন।
- পরিচালিত নাটক – নবান্ন, ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, বিসর্জন, রাজা, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি।
- রচিত নাটক – চাঁদ বনিকের পালা, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র

মূল আলোচনা

শম্ভু মিত্র ও বাংলা থিয়েটার

- চল্লিশের দশক।
- বহুরূপী ও শম্ভু মিত্র ।
- নবান্ন নাটক পরিচালনা।
- পেশাদার থিয়েটার থেকে বিদায় ।
- বাংলা নাটককে ভিন্নতর রূপদান ।
- বহুরূপী ও সময়কাল

বাংলা নাটকে শম্ভু মিত্র

- কথ্যরূপকে মঞ্চে প্রয়োগ
- বাঙালির একত্র কথোপকথন
- রবীন্দ্র নাটককে অভিনয়যোগ্য করে তোলা
- বাঙালির উচ্চারণ রীতির বৈচিত্র্যকে প্রয়োগ
- অনুবাদকর্ম

চাঁদ বনিকের পালা

ক. উৎস ও ভিন্নতা

খ. সারাংশ

গ.আধুনিক রূপায়ন

ঘ. নাটকের বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ

চাঁদ বনিক

সনকা ও বেহুলা

লক্ষ্মীন্দর/লখিন্দর

বল্লভাচার্য